গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিমিটেডের পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ বিদ্যুৎ প্রকল্প (প্যাকেজ নম্বর এস -১০৭)

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা

প্রস্তুতকারক
নলেজ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেনস (কেএমসি) লিমিটেড
হাউস # ০৯ (লেভেল -২), রোড # ১ / বি, বনানী, ঢাকা ১২১৩, ফোন- ৯৮৯৮৪৭২,

সেপ্টেম্বর ২০১৭

সারসংক্ষেপ

১. প্রকল্প

এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেড বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা পুরণের জন্য "পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণ" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে প্রকল্পটির মাধ্যমে তেরোটি জিআইএস নির্মাণ করা হবে, একটি উন্নত ২৩০ কেভি উচ্চ ক্ষমতা জিআইএস লাইন হালিশহর ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন (জিআইএস) প্রতিস্থাপন এবং বিদ্যমান সিকলবাহা-কক্সবাজার ১৩২ কেভি লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরন। এর মধ্যে ১২ টি নতুন জিআইএস নির্মাণের জন্য মোট ৩৪.৮২ হেক্টর (৮৬ একর) পরিমাণ জমির চিহ্নিত করা হয়েছে যা বেসরকারী ও সরকারী খাত থেকে নির্দিষ্ট সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (১৯৮২, ২০১৭ পর্যন্ত পরবর্তী সংশোধনী) এবং বিশ্বব্যাংক ওপি ৪.১২ অনুসরণ করে অধিগ্রহণ করা হবে। জরিপ অনুযায়ী, ১২ টি প্রস্তাবিত জিআইএস অধিগ্রহণের জন্য কোন অবকাঠামো স্থানচ্যুত হবে না । প্রস্তাবিত লাইনগুলি বেশিরভাগ কৃষিজমির মাধ্য দিয়ে যাবে এবং টাওয়ার বেস (ফাউন্ডেশন কাজ) এর ৪ পায়ার জন্য অনুমানিক ০.২-১ বর্গমাইল জমির প্রয়োজন হবে। প্রকল্পে মোট ৮৮৪ টি টাওয়ার নির্মিত হবে, যার মধ্যে ২৫১টি কোণ এবং ৬৩৩ টি সাসপেনশন টাওয়ার, এবং ১৪ টি মাল্টি-সার্কিট টাওয়ার রয়েছে। তদনুসারে, ৮৮৪ টাওয়ার নির্মাণের জন্য পাদদেশে মোট ভূমির ক্ষতি অনুমান করা হয় ০.০৭১২ হেক্টর যা পরিমানে অপ্রতুল এবং জমি অধিগ্রহণের উপর কোন প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে না ।তাছাড়া, টাওয়ার বেস নির্মাণ এবং সঞ্চালন লাইনের স্টিং এর সময় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভিত্তিস্তম্ভের জন্য ০.০৭১২ হেক্টর সহ ৩২৫ হেক্টর (৩২৫ কিমি ১০ মিটার প্রস্থের সাথে) পরিমাপের একটি এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.কর্ম পদ্ধতি

অর্থ-সামাজিক জরিপ এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় পেশাদারদের নিয়োগ করা হয়েছিল। পি জি সি বি এবং পাওয়ার সেল থেকে প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রিসেটল্ডমেন্ট কর্মী, সার্ভেয়ার, ফিল্ড সুপারভাইজার এবং ফিল্ড কোঅর্ডিনেটরদের তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও ট্যাবলেট (ইলেকট্রনিক যন্ত্র) ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল । সমীক্ষা দলটি স্বতন্ত্রতা নিশ্চিত করতে তথ্য সংগ্রহের ম্যানুয়াল প্রদান করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণের সেশন কেএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এই জরিপ দলের দলের নেতা) এবং এমআইএস বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালনা করা হয়েছিল। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য শুমারী এবং জরিপ শুরু করার পূর্বে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নন-টাইটেল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য কাট-অফের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জানা যায়, কোন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং শুধুমাত্র এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।বাস্তবিকভাবে এটি দেখা গিয়েছে যে, প্রকল্প হস্তক্ষেপের ফলে শুধুমাত্র কৃষি জমি, গাছপালা এবং ফসলের ক্ষতি হয় গ্রামে সহজেই পাওয়া যায় এমন জমির মালিকদের কাছ থেকে শুমারি এবং অর্থ-সামাজিক জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অনেক জমির মালিকদের গ্রামে পাওয়া যায় না,সেইজন্য প্রতিবেশী এবং বর্গাদারের থেকেও জমির মালিকদেরতথ্য সংগ্রহ করা হয়।এ কারণেই জরিপের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য (ডেমোগ্রাফিক, আর্থ-সামাজিক, ইত্যাদি) পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। বাস্তবায়নের আগে র‍্যাপ আপডেট করার সময়, এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জনসংখ্যার তথ্য এবং ক্ষতির পরিসংখ্যান সম্পন্ন করার জন্য, উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন স্তরে/এসি ল্যান্ড অফিসে খাতিয়ানসহ তালিকাভুক্ত মালিকদের তালিকা তাহসিল অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রস্তাবিত জিআইএস স্থানের বিপরীতে

যে বিকল্প স্থানগুলি প্রস্তাব করা হয়েছিল তা যথারিতি জানানো হয়। তিনটি জিআইএস স্থান পরিবর্তিত হয়েছে এবং জরিপ দল দ্বারা জনগন প্রস্তাবিত বিকল্প স্থান প্রস্তাব করা হয়।

সঞ্চালন লাইনের জন্য, জরিপের সময় সহজেই পাওয়া ভূমি মালিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সঞ্চালন লাইনের অধীনে গাছ ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, সঞ্চালন লাইনের স্টিং এর সময় 'স্কাফ ফোল্ডিং' পদ্ধতি অনুসরণ করে ঘর বাড়ি/কাঠামো এড়ানো হবে। তাই সঞ্চালন লাইনের অধীনে কোন কাঠামো ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, তবে এটি দ্বারা কাঠামো মালিকদের সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং বাজেট র‍্যাপের মধ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃক্ষ ব্যবসায়ীদের সাথে জ্ঞাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে গাছের দাম সংগ্রহ করা হয়েছে। গাছ এবং ফসলের দাম মূল্যায়ন করার জন্য অন্য প্রকল্প অভিজ্ঞতাও বিবেচনা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বিক্রেতা এবং ক্রেতা, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, ডিড রাইটার ইত্যাদি লোকজনের সাথে জরিপ চালানো হয় যাতে বর্তমান বাজারমূল্য নির্ধারণ করা যায়। রেকর্ড মূল্য (মৌজার দাম)ও সংশিষ্ট উপ- রেজিস্ট্রারের কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ডেটা সংগ্রহের সময় একটি ট্যাবুলেশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং টিম লিডার ও অন্যান্য পরামর্শদাতাদের নির্দেশে এমআইএস বিশেষজ্ঞ এসপিএসএস এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলি তৈরি করা হয়েছিল।

৩. প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পটির ১২ টি সাবস্টেশন জন্য ৭৫ একর ব্যাক্তি মালিকানা জমি এবং ১১ একর সরকারি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ৮০৪ একর (৩২৫.৫০ হে) জমি টাওয়ার বেস এবং সঞ্চালন লাইনের জন্য সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হবে যার মধ্যে টাওয়ার পায়ার (কংক্রিট) জন্য মাত্র ০.১৭৬ একর (০.০৭১২ হে) অন্তভুক্ত।অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি চাষযোগ্য ভূমিশ্রেণির আওতাভুক্ত এবং কৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই র‍্যাপে বেসরকারী ও সরকারী ভূমির ক্ষতিপূরণের বিধান করা হয়েছে। প্রকল্পের দ্বারা বিভিন্ন আকার এবং প্রজাতির গাছ অপসারণ প্রয়োজন হবে। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের গাছ সঞ্চালন লাইন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সঞ্চালন লাইন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মোট গাছের সংখ্যা ৩য় অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সঞ্চালন লাইন এ ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালার মোট সংখ্যা ২৩,৭৫৩টি। এটি উল্লেখ্য যে, সাবষ্টেশনে কোনও গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যেহেতু ফসলি জমির ক্ষেত্রের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কাঠ গাছ (৯,৩০৫), ফলের গাছ (৭,৫০৩) এবং বাঁশের (৬,৮৩৬)। মোট ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মধ্যে ১২,০৫৫টি বড়, ৫,৯০০ টি মাঝারি ৪,৬৪১ টি ছোট এবং ১,১৫৭ টি উদ্ভিদ রয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষতিগস্ত মোট ৮৬ একর কৃষি / ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হবে। সঞ্চালন লাইনের স্টিংগিংয়ের সময় ৮০৪ একর (৩২৫ কি.মি.x১০ মিটার প্রস্থ) (৩২৫.৫০ হে:) জমির বিভিন্ন ফসল সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অধিগ্রহণকৃত এবং সাময়িকভাবে ব্যবহার করা জমির ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ, (র‍্যাপ) বাজেটে বিবেচনা করা হবে। ফসলের ক্ষতির জন্য বিবেচনা করা মোট জমির পরিমাণ ৮৯০ একর তারমধ্যে সাবষ্টেশনের জন্য ৮৬ একর এবং সঞ্চালন লাইনের জন্য ৮০৪ একর। সঞ্চালন লাইনে পাঁচটি সিপিআর দুটি মসজিদ, দুইটি মাদরাসা এবং একটি স্কুলের কেবল গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে, প্রকল্পের কারনে কোন সিপিআরই স্থানান্তরিত করা হবে না।

মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান অনুযায়ী, সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কিছু ১১৯ টি বসতবাড়ি সাময়িকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হবে, যেহেতু সঞ্চালন লাইনটি তাদের বসতবাড়ির উপর দিয়া গেছে। প্রকল্পের

চুড়ান্ত সীমানা নির্ধারনের আগে (পি জি সি বি) একটি সমীক্ষা পরিচালনা করবে এবং কিছু কৌশল অবলম্বন করবে যেমন স্কাফ ফোল্ডিং রাখা যাতে কাঠামোর উপর কোন প্রভাব পড়ে । এইসব পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও , প্রকল্প নির্মাণের সময় যদি কোন বসতবাড়ি ভাঙ্গঁনের সম্মুখিন হয় তবে তারা ১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ / ভাতা পাবে যা grievance redress committee (GRC) দ্বারা নিশ্চিত করা হবে এবং Property Assessment and Valuation Committee (PAVC) দ্বারা ক্ষতির পরিমান নিধারিত হবে।

টেবিল- Ex-১: প্রভাবের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	একক	সাবষ্টেশন	ট্রান্সমিশন লাইন	মোট
ক	প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ	একর	৮৬	০	৮৬
ক১	প্রকল্পের জন্য ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ	একর	৭৫	০	৭৫
ক২	প্রকল্পের জন্য সরকারি জমি অধিগ্রহণ	একর	১১	০	১১
ক৩	জমির অস্থায়ী ব্যবহার	একর	০	৮০৪	৮০৪
খ	নকশার মোট দৈর্ঘ্য (রাইট অব ওয়ে)	কি.মি.	০	৩২৫	৩২৫
গ	জমি অধিগ্রহণ এবং অস্থায়ী ব্যবহারের কারনে ফসলি জমির ক্ষতি	একর	৮৬	৮০৪	৮৯০
গ১	ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (অধিগ্রহণ)	একর	৮৬	০	৮৬
গ২	ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (অস্থায়ী ব্যবহার)	একর	০	৮০৪	৮০৪
ঘ	বসতবাড়ি শুধুমাত্র গাছ হারাচ্ছে	সংখ্যা	০	২৩৭৫৩	২৩,৭৫৩
ঙ	ক্ষতিগ্রস্ত সিপিআর	সংখ্যা	০	৫	৫
চ	সঞ্চালন লাইনে তার টানার সময় অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনা	সংখ্যা	০	১১৯	১১৯
ছ	ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী (এইচ এইচ এস)	সংখ্যা	৫২[১]	৫৯৮	৬৫০
ছ১	পুরুষ প্রধান ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী	সংখ্যা	৪৫	৫৫৭	৬০২
ছ২	মহিলা প্রধান ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী	সংখ্যা	৭	৪১	৪৮
জ	প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি	সংখ্যা	২০৫	১৮২২	২,০২৭
জ১	প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (পুরুষ)	সংখ্যা	১২৬	১১৮৩	১,৩০৯
জ২	প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (মহিলা)	সংখ্যা	৭৯	৬৩৯	৭১৮
ঝ	গড় পরিবার সংখ্যা	সংখ্যা	৩.৯৪	৩.০৫	৩.১২
ঞ	ঝুকিপূর্ণ পরিবার	সংখ্যা	২০	১৬৮	১৮৮
ঞ১	মহিলা প্রধান পরিবার	সংখ্যা	৭	৪১	৪৮
ঞ২	ষাটোর্ধ বয়স্ক পুরুষ প্রধান পরিবার	সংখ্যা	১৩	১১৭	১৩০
ঞ৩	দারিদ্রসীমার নিচে পুরুষ প্রধান পরিবার	সংখ্যা	০	৬	৬
ঞ৪	প্রতিবন্ধি পুরুষ প্রধান পরিবার	সংখ্যা	০	৪	৪

[১] প্রকল্প এলাকায় সকল জমির মালিক না পাওয়া যাওয়ার দরুন পারিবারিক সকল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৪.পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্য

প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের ওপি (অপারেশনাল পলিসি) ৪.১২ দ্বারা সম্মত, যেখানে অনৈচ্ছিক পূর্ণবাসনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুকি সমূহ প্রশোমন এবং বাস্তচ্যুত ব্যাক্তিবর্গের জীবিকার পুর্নব্যবস্থা করার প্রয়োজনিয়তার উপর জোর দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৭ থেকে জুলাই ২০১৭ এর মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত অপরিহার্য প্রভাবগুলি শুমারি এবং আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়।প্রকল্পটি দ্বারা কেউই বাস্তচ্যুত হবে না। জরিপের পূর্বে পরামর্শ সভায় নন টাইটেল হোল্ডারদেরকে কাট অফ তারিখ ঘোষনা করা হয়। শুমারি ও আর্থ-সামাজিক জরিপ শুরু করার আগে জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রতিটি সাবস্টেশন এবং সঞ্চালন লাইনগুলিতে এই কাট-অফ তারিখ আলাদাভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যা বহিরাগত প্রবেশ সংরক্ষণ করবে। টাইটেল হোল্ডারদের জন্য, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক এআরআইপিও-এর ৩ ধারার অধীনে নোটিশ প্রদানের তারিখটি আইনি কাট-অফের তারিখ (আইনি সনদ) হবে।

টেবিল Ex-2 সাবষ্টেশনের কাট অফ তারিখ (নন টাইটেলের জন্য)

ক্রমিক নং	সাবষ্টেশনের নাম	কাট অফ তারিখ
১	১৩২/৩৩ কেভি: মাইজদি জি আই এস ২x৮০/১২০	০৮-০৭-২০১৭
২	১৩২/৩৩ কেভি: লক্ষিপুর জি আই এস ২x৮০/১২০ এমভিএ	১৮-০৬-২০১৭
৩	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি: করেরহাট জি আই এস, ২x১০০০ এমভিএ, ২x৩২৫	০৫-০৭-২০১৭
৪	১৩২/৩৩ কেভি: বাসুরহাট/দাগনভূইঁয়া জি আই এস ২x৮০/১২০ এমভিএ	১৮-০৬-২০১৭
৫	১৩২/৩৩ কেভি: লাকসাম জি আই এস ২x৮০/১২০ এমভিএ	০৫-০৭-২০১৭
৬	২৩০/১৩২ কেভি: কচুয়া/হাজিগঞ্জ জি আই এস ২x২৫০/৩৫০ এমভিএ	০৫-০৭-২০১৭
৭	১৩২/৩৩ কেভি: চান্দিনা/দেবিদ্বার জি আই এস ২x৮০/১২০ এমভিএ	০৫-০৭-২০১৭
৮	১৩২/৩৩ কেভি: কসবা জি আই এস ২x৮০/১২০ এমভিএ	১৯-০৬-২০১৭
৯	১৩২/৩৩ কেভি: মুরাদনগর জি আই এস ২x৮০/১২০ এমভিএ	০৫-০৭-২০১৭
১০	১৩২/৩৩ কেভি: আনন্দ বাজার/নিউ মরনিং জি আই এস ৩x৮০/১২০ এমভিএ	১৫-০৬-২০১৭
১১	১৩২/৩৩ কেভি: পটিয়া জি আই এস ২x৮০/১২০ এমভিএ	০৫-০৭-২০১৭
১২	২৩০/১৩২ কেভি: চৌমোহনি জি আই এস ৩x২৫০/৩৫০ এমভিএ	০৫-০৭-২০১৭
১৩	উচ্চ ক্ষমতা ২৩০/৩৩ কেভি এস এস মিরশরাই থেকে ৪০০/২৩০/৩৩ কেভি জি আই এস, ২x১০০০ এমভিএ	০৫-০৭-২০১৭

টেবিল Ex-3 সঞ্চালন লাইন কাট অফ তারিখ (নন টাইটেলের জন্য)

ক্রমিক নং	সঞ্চালন লাইন	কাট অফ তারিখ
১	মাইজদি থেকে চৌমোহনি	০৯-০৭-২০১৭
২	লক্ষিপুর থেকে চৌমোহনি	০৭-০৭-২০১৭
৩	করেরহাট	০৫-০৭-২০১৭
৪	করেরহাট থেকে চৌমোহনি	৮-০৭-২০১৭
৫	বাসুরহাট	১৮-০৬-২০১৭
৬	লক্ষিপুর থেকে কচুয়া	০৫-০৭-২০১৭
৭	চৌমোহনি থেকে কচুয়া	০৫-০৭-২০১৭
৮	কচুয়া থেকে গজারিয়া	০৫-০৭-২০১৭
৯	মুরাদনগর থেকে কসবা	০৫-০৭-২০১৭
১০	চান্দিনা	০৫-০৭-২০১৭

৫. অর্থ-সামাজিক প্রোফাইল

শুমারি ও আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা অনুযায়ী সাবস্টেসন এবং সঞ্চালন লাইনের মোট ৬৫৫ টি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট প্রভাবিত হবে, যার মধ্যে ৬৫০ টি বসতবাড়ী ও পাঁচটি সামাজিক সম্পত্তি। বসতবাড়ীর মোট জনসংখ্যা ২০২৭ জন যার গড় আকার ৩.১২ জন । সাবস্টেসন বা সঞ্চালন লাইনের মধ্যে কেউই বাস্তুচ্যুত হবে না। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে পুরুষ প্রধান পরিবার ৯২% এবং মহিলা প্রধান পরিবার ৮%। ষাটউর্ধ বয়সের ব্যক্তির সংখ্যা ৮% (যার ৭.১০% পুরুষ এবং ১.২৩% মহিলা) যা জাতীয় পরিসংখ্যান ৫.৭৪% (বিবিএস) এর তুলনায় অনেক বেশী। লক্ষ্য যায় যে, মোট জনসংখ্যার ৬৪% বিবাহিত, ৩৫% অবিবাহিত এবং শুধুমাত্র ১% বিধবা। এটাও দেখা যায় যে ১৮ বছরের নীচেও বিবাহ ঘটে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে । আরো লক্ষ্য করা যায় যে ৯৮% ইসলাম ধর্ম এবং অবশিষ্ট ২% হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসি। এই দুটি ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মালম্বী এই এলাকায় পাওয়া যায় না।প্রকল্প এলাকায় শিক্ষার হাড় জাতীয় গড় ৬২.৭%, (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, ২০১৭) থেকে বেশি। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে পাওয়া যায় যে প্রকল্প এলাকার সাক্ষরতার হার বেশ উচ্চ (৯৫% উপরে) এবং সকল প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এর মাঝে শুধুমাত্র ৪.৭৪% (পুরুষ ২.২৭% এবং মহিলা ২.৪৭%) অশিক্ষিত। জরিপের মাধ্যমে এই তথ্য পাওয়া যায় যে ইউনিভার্সিটি (স্নাতক) স্তরের শিক্ষার হার খুবই কম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস ২০১১) এবং ২০১৭ সালের হিসাবে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির (গড় ৬.৫০% প্রতি বছর) উপর ভিত্তি করে, দারিদ্র্য সীমার [২] আয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে যাদের সদস্য সংখ্যা ৩.১২ জন তাদের মাসিক ৬,৮৪০ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে । এটা চিহ্নিত করা হয়েছে শুধুমাত্র ছয়টি পরিবার আয়ের দিক দিয়ে দারিদ্র্যের সীমার নিচে রয়েছে। প্রকল্পটির পুর্নবাসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ছয়টি পরিবার বিশেষ সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে। শুমারির তথ্য দেখা যায় যে, ১৮৮ টি পরিবার ঝুকিপুর্ন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে । যাদের মধ্যে ২০ টি সাবস্টেশনে এবং ১৬৮ টি সঞ্চালন লাইনের মধ্যে। বিশেষ করে, ৪৮ টি মহিলা প্রধান পরিবার , ১৩০ টি বয়স্ক (> ৬০ বছর) পুরুষ প্রধান পরিবার, ছয়টি পুরুষ প্রধান পরিবার দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং চারটি প্রতিবন্ধি পুরুষ প্রধান পরিবার। প্রস্তাবিত র‍্যাপে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলো তাদের জীবিকা বজায় রাখতে জন্য বিশেষ পুনর্বাসন ও সুবিধাগুলির বিধান রাখা হয়েছে।

৬. পরামর্শ এবং আলোচনা সভা

প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সাথে ২৫ টি পরামর্শ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সর্বমোট ২৫৭ জন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ২৪২ জন পুরুষ এবং ১৫ জন মহিলা।এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় বিভিন্ন কর্মপেশার মানুষের সাথে আলোচনা (আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক) সম্পূর্ন হয়।

স্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দ, কৃষক, ব্যবসায়ী, সেবা প্রদানকারী, গৃহবধূ, দিনমজুরের মত বিভিন্ন পেশাজীবির সাথে পরামর্শ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রকল্প সংক্রান্ত বিবরণ, প্রকল্পের সুযোগ, সামাজিক সুরক্ষা, বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাব্য ফলাফল এবং প্রশমন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। কে এম সি-এর কর্মকর্তাগণ ও এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা চিহ্নিত বিষয়সমূহঃ

পরামর্শ ও আলোচনা সভায় চিহ্নিত ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিম্নে দেওয়া হলো;

ইতিবাচক প্রভাবসমূহঃ

- সাবস্টেশন ও তার আশেপাশের এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা পূরন হবে।
- বিভিন্ন স্থানীয় ব্যবসার উত্থান হবে।
- ঘর বা ব্যবসায়িক স্থাপনা কোন স্থানচ্যুতি হবে না।
- জীবিকা নির্বাহে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।
- স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।
- নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।
- নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আয়ের সুযোগ তৈরি হবে।
- অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।
- প্রকল্প হস্তক্ষেপের ফলে আয় ও জীবিকা নির্বাহে সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

নেতিবাচক প্রভাবসমূহঃ

- সাবস্টেশনের জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যাক্তি মালিকানাধিন জমি অধিগ্রহণ করা হবে।
- কৃষি জমি অধিগ্রহণের কারণে বর্গা চাষীগন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- নতুন ইট ভাটা তৈরির ফলে লক্ষ্মীপুর জিআইএস এলাকার মালিকরা তাদের জমি ত্যাগ করতে অনিচ্ছা পোষন করেন।
- গ্রামের উর্বর জমি হারানোর আশঙ্খায় করেরহাট এলাকার মালিকরা জিআইএস সাবস্টেশনের জন্য প্রস্তাবিত জমি প্রদানের বিরোধিতা করেছিল।
- পটিয়া এলাকার মালিকরাও জিআইএস সাবস্টেশনের জন্য প্রস্তাবিত জমি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং এমনকি এসইএস এর তথ্য প্রদানে বিরোধিতা করে।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের নিচের জমি ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা সম্ভব হবে না।

- টাওয়ারের জন্য জমি স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা হবে কিন্তু ক্ষতিপূরণ শুধুমাত্র ফসলের জন্য প্রদান করা হবে।
- সঞ্চালন লাইনের নিচে বহুতল ভবন নির্মাণে সীমাবদ্ধতা থাকবে।
- জমির মূল্য হ্রাস পাবে।
- টাওয়ারের অবস্থানের ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতির জন্য সাময়িক ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।
- বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন প্রতিক্রিয়া অধিবাসীদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।
- প্রকল্পের কারণে কিছু বাগান ও গাছ কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- উচ্চ ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনের অধীনে জীবিকা, ব্যবসা এবং কৃষি কার্যক্রমগুলির জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ন হবে।
- স্থানীয় মানুষ প্রকল্প হস্তক্ষেপ, সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়।

৭. আইনি এবং নীতি কাঠামো:

সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অধ্যাদেশ (এআরআইপিও) ১৯৮২ এবং ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে তৈরি করা পরবর্তী সংশোধনীগুলি আইনী কাঠামো গঠন করে যা বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহণের সব ক্ষেত্রে প্রযোয্য। এআরআইপিও এর পরবর্তি সংশোধনী ২০১৭ তে প্রস্তাবিত ৫০% প্রিমিয়াম (সংশোধন) ১৯৯৪ এর পরিবর্তে ১০০% প্রিমিয়ামের বিধান সংশোধিত হয়েছে । সিভিল সার্ভিস নির্মাণ শুরু হওয়ার আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে পিজিসিবি। ব্যাক্তি মালিকানাধীন জমির অধিগ্রহণ মূলত এড়ানো বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে যা সম্ভাব্যভাবে সম্ভব এবং লোকেদের স্থানচ্যুতি সম্পূর্নভাবে এড়ানো যায়। প্রকল্পটি কেবলমাত্র সাবস্টেশনগুলির জন্য ভূমি অধিগ্রহন করবে, সঞ্চালন লাইনের জন্য কোন ভূমি অধিগ্রহন করবে না এই প্রকল্পটি আদিবাসী জনগণের জমি বা তাদের জীবিকা, সাংস্কৃতি এবং সম্পদসমূহকে প্রভাবিত করবে না। সঞ্চালন লাইন নির্মানের সময় ১১৯ টি আবাসিক পরিবার সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি এই ১১৯ টি পরিবারের কোনটি প্রকল্পের কারণে স্থানচ্যুতির প্রযয়োজন হয় তবে তা র‍্যাপে- তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধাগুলি সহ ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ র‍্যাপ নীতি অনুযায়ী পরিশোধ করা হবে। বিশ্বব্যাংকের ও পি- ৪.১২ সম্মতিতে, সকল বাস্তচ্যুত পরিবার গুলি তাদের স্থানান্তরের এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারে সহায়তা / ক্ষতিপূরণ পাবে।

৮. প্রাপ্যযোগ্য নির্ণায়ক এবং নীতি

টাইটেল ও নন টাইটেল ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী সংস্থাসমূহ যারা প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী প্রাপ্ত হবে। অধিকন্তু, যারা অস্থায়ী ভূমি ব্যবহার ও পুনর্বাসনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাও তাদের জীবিকা নির্বাহের কার্যক্রমের জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য হবে। নির্বাচিত প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সম্পদ ও আয় হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়তা পাবেন। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নিম্নোক্ত ছক অনুসারে ক্ষতিগ্রস্তের আওতায় আসবে :

টেবিল Ex-4: এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

ম্যাট্রিক্স ১: কৃষি জমি হ্রাস

ক. প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	খ. প্রাপ্যসমূহ
১. ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক(গণ) অথবা আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে আদালত দ্বারা নির্ধারিত বৈধ মালিক(গণ) ২. যৌথ মালিকানা বৈধ দলিলের মাধ্যমে ও বন্ধক সম্পর্কিত দলিলের মাধ্যমে ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	১. সি ইউ এল যাতে অন্তর্ভুক্ত ১০০% প্রিমিয়ামসহ বর্তমান বাজার মূল্য অথবা আর সি উভয়ের মধ্যে যেটি বৃহত্তর। ২. উৎপাদন ক্ষম জমি হতে আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা (টি এ)

ম্যাট্রিক্স ২: সাবস্টেশন এবং সঞ্চালন লাইনে ক্ষতিগ্রস্থ বনজ ও ফলজ গাছসমূহ (বাঁশ সহ)

ক. প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	খ. প্রাপ্যসমূহ
১. সি ইউ এল প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক। ২. সঞ্চালন লাইনে আইনগত ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত গাছসমূহের মালিক। ৩. সরকারী সংস্থা থেকে ইজারা নেয়া বৈধ ইজারাদারগন। ৪. পাবলিক সংস্থা/এনজিও[৩] কর্তৃক পরিচালিত দল/সমিতি	১. নিম্ন লিখিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরন দেয়া হবে। ক. নেট বর্তমান মূল্য অথবা খ. বর্তমান বয়স, বেচেঁ থাকার সময়, উৎপাদন ক্ষমতা ও বর্তমান বাজার মূল্য। ২. সাবস্টেশন এবং সঞ্চালন লাইনে ক্ষতিগ্রস্ত গাছের জন্য মালিকরা ক্ষতিপূরুন পাবে। ৩. ফলজ গাছের ক্ষেত্রে গাছের বয়স ও উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে কাঠের মূল্যের ৩০% ক্ষতিপূরন দেয়া হবে।

[৩] সামাজিক বনায়ন আইন-২০০৪ (সংশোধিত ২০১০) অনুসারে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, রাস্তা, রেল লাইন এবং নদীর পাশের ঢালে এবং যে কোন সরকারী জমিতে সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও এর মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের নিয়ে গঠিত দল/ সমিতি চুক্তিবদ্ধ হয়। এই দলসমূহ জমির মালিক নন কিন্তু গাছ/ বনায়ন থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব/ আয়ের একটি অংশ পেয়ে থাকেন ঐ গাছ/ বনায়ন দেখাশুনা করার জন্য।

ম্যাট্রিক্স ৩: দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতি

ক. প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	খ. প্রাপ্যসমূহ
১. জরিপ অথবা যৌথ ভেরিফিকেশনের সময় নির্ধারিত কৃষক (যিনি ফসল রোপন করেছেন), মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটে, বর্গাচাষী ইত্যাদি (যাদের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক চুক্তি আছে	১. টাওয়ার বসানোর সময় দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতিপূরন ২. ফসল ও গাছ পালা কৃষক / মালিক নিয়ে যেতে পারবেন।

ম্যাট্রিক্স ৪: আংশিক বাধা এবং আয় হ্রাস (কৃষি মজুরী আয়ের)

ক. প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	খ. প্রাপ্যসমূহ
১. নির্মাণ কাজের সময় যে পরিবার সাময়ীকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২. ভূমি মালিক কর্তৃক কৃষিতে কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য নিয়োজিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা (ভূমি ক্ষতির কারণে তাদের কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যাবে) ৩. নারী প্রধান এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত, বয়স্ক ও ভূমিহীন পুরুষ প্রধান পরিবার।	১. ক্ষতিপূরণের ১০০,০০০ টাকা পিএভিসি দ্বারা মূল্যায়ন করা এবং জিআরসি দ্বারা নিশ্চিত। ২. নির্মাণ পর্যায়ে স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোর জন্য স্থানান্তর এবং পুনর্নির্মাণ অনুদান সহ প্রতিস্থাপন খরচ প্রদান করা হবে ৩. দিন মজুরদের আয়ের অস্থায়ী ক্ষতির জন্য জি টি এল দেয়া হবে। ৪. নারী নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলি ১৫,০০০ টাকা নগদ সহায়তা নিশ্চিত করা হবে, যে ক্ষেত্রে পুরুষ নেতৃত্বাধীন পরিবার দারিদ্র্য সীমার নিচে, বয়স্ক এবং অক্ষম সদস্য আছে সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের উপরে ১০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত নগদ অনুদান পাবেন।

ম্যাট্রিক্স ৫: লীজ, বর্গাচাষী, বন্ধকী বা খাস জমির ক্ষেত্রে

ক. প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	খ. প্রপ্যসমূহ
১. চুক্তিনামা অনুযায়ী বৈধ মালিক (গণ) ২. অলিখিত ভোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি মোতাবেক সমাজ স্বীকৃত বর্গাচাষী/ লীজ/ বন্ধকী /খাসজমি ভোক্তা।	১. চুক্তি মোতাবেক ক্ষতির ধরন ১ ও ২ অনুযায়ী ক্ষকিপূরণ ভাগাভাগি হবে।

৯. পুনর্বাসন সুযোগসমূহ

শুমারি এবং আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুসারে ১২ সাবস্টেশনে ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে, সরবরাহ লাইনে টাওয়ার ইরেকসন এবং স্টিংগিং এর জন্য ৮০৪ একর জমি অস্থায়ীভাবে ব্যবহৃত হবে।

জমি অধিগ্রণের সময়, সরবরাহ লাইনে টাওয়ার ইরেকসন এবং স্টিংগিং এর সময়ে বিভিন্ন প্রকার শস্য এবং গাছপালা নূন্যতম ক্লিয়ারেন্সের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরবরাহ লাইন ঘড়বাড়ির উপর দিয়ে যাওয়ায় কিছু পরিবারের অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থের আওতায় পরবে। তারা অস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে ক্ষতিপূরনের আওতায় আসবে। শুমারি অনুযায়ী, ৬৯% পরিবার জমির পরিবর্তে নগদ ক্ষতিপূরন চায় যেখানে ৩১% জমির স্বল্পতার দরুন জমির পরিবর্তে জমি চায়। কিন্তু বাংলাদেশে কোন উন্নয়ন প্রকল্পে জমির পরিবর্তে জমি প্রদান করা হয় না, তাই এই প্রকল্পে জমির ক্ষতি এবং অন্যান্য ক্ষতির জন্য শুধুমাত্র নগদ ক্ষতিপূরনের বিধান রয়েছে। জরিপের

পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় যে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ৫৩% কর্মসংস্থনের সুবিধা চায়, অনুরুপভাবে ঋণ সুবিধা (১৮%) , কারিগরি প্রশিক্ষণ (১৭%) এবং অন্যান্য (১২%) সুবিধা পেতেও আগ্রহী।

১০. অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম)

জনসমাবেশের মাধ্যমে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জানানো হবে যে, পুনর্বাসন বিষয় সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ সমাধান করার অধিকার তাদের আছে। পিজিসিবি, র‍্যাপ বাস্তবায়ন সংস্থা/প্রতিষ্টান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন থেকে প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত অভিযোগ নিরসন কমিটির অংশগ্রহনমূলক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যকে অভিযোগ নিরসন করা হবে। প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন তাদের অভিযোগসমূহ র‍্যাপ বাস্তবায়ন সংস্থা/প্রতিষ্টনের সহযোগীতায় অভিযোগ নিরসন কমিটির কাছে উপস্থাপন করবে। অভিযোগ নিরসন কমিটি ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা, স্থানান্তরের ও জীবিকার পুনঃরূদ্ধার সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করবে। অভিযোগ দায়ের হবার তারিখ হইতে চার সাপ্তহের মধ্যে অভিযোগের নিস্পত্তি করা হবে।

ধাপ	বিভিন্ন ধাপে জি আর সি সদস্যগন
ধাপ ১ স্থানীয় (উপজেলা) ধাপের জি আর সি	১. নির্বাহী প্রকৌশলী / উপপ্রকল্প পরিচালক আহ্বায়ক ২. আইএ-র মাঠ সমন্বয়কারী- সদস্য সচিব ৩. উপজেলা চেয়ারম্যান বা তার প্রতিনিধি- সদস্য ৪. উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা- সদস্য ৫. প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ থেকে পুরুষ অথবা মহিলা প্রতিনিধি (মহিলাদের সংখ্যা বেশী হলে)- সদস্য
ধাপ ২ প্রকল্পের ধাপ (পি এম ও)	১. প্রকল্প পরিচালক আহ্বায়ক ২. আর এ পি বাস্তবায়ন এজেন্সি টিম লিডার- সদস্য সচিব ৩. প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী, পিজিসিবি- সদস্য
ধাপ ৩ নির্বাহি পরিচালক	১. নির্বাহি পরিচালক (পি এন্ড ডি) পিজিসিবি, ঢাকা-আহ্বায়ক ২. প্রধান প্রকৌশলী, পিজিসিবি- সদস্য সচিব

১১. পর্যবেক্ষন এবং মূল্যায়ন

পিজিসিবি দ্বারা ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যাবলি নিশ্চিত করার জন্য, একটি দুই স্তর বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে অর্থাৎ অভ্যান্তরিণ পর্যবেক্ষণ এবং বহিরাগত পর্যবেক্ষণ। আইএ / এনএনজিও, পি জি সি বি এবং সিএসসি অভ্যান্তরিনভাবে র‍্যাপ বাস্তবায়ন কার্যাবলী নিরীক্ষণ করবে, যখন বর্হি-পর্যবেক্ষণ সংস্থা (ইএমএ) র‍্যাপ বাস্তবায়নের নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবে। একটি পর্যবেক্ষন পদ্ধতি গ্রহন করা হবে যা পদ্ধতিগত এবং ক্রমাগত পদ্ধতিতে আইএ/এনজিও দ্বারা পরিচালিত হবে এবং র‍্যাপ বাস্তবায়নের তথ্য কম্পিউটারাইজড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিএমআইএস) এর মাধ্যমে ক্রমাগত এবং পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবে। অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান র‍্যাপ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে এবং তা পিজিসিবি কে অবগত করবে।

পিএমও এবং আইএনজিও দ্বারা সম্পন্ন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে আধা-বার্ষিক এবং র‍্যাপ বাস্তবায়ন পূর্ব মূল্যায়নের নিম্মিতে বহিপর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে । র‍্যাপ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যায় পর্যালোচনা বহিঃস্থ পর্যবেক্ষণ সংস্থা আওতাভূক্ত থাকবে। বহিপর্যবেক্ষক মূল্যায়নের সময় র‍্যাপ বাস্তবায়নে এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স এবং বিশ্বব্যাংকের পলিসি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। বহিপর্যবেক্ষক র‍্যাপ মূল্যায়নের বিষয়াদি মূল্যায়ন করবে যেমন ক্ষতিপূরণ ও এনটাইটেলমেন্ট নীতিমালা, র‍্যাপ বাস্তবায়নে সাংগঠনিক ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, আয়ের পুনরুদ্ধার, অভিযোগ নিরসন এবং র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য পিজিসিবি এবং পিএমও কৃর্তক বরাদ্দ বাজেট পর্যাপ্ততা ইত্যাদি।

১২. (র‍্যাপ) বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

পিজিসিবি প্রকল্পটির বাস্তবায়নকরী সংস্থা। প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষনের জন্য প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ঢাকায় প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিস স্থাপন করবে । র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য পিজিসিবি একটি বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/এনজিও) নিয়োগ প্রদান করবে। সামগ্রিকভাবে র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য পিজিসিবি-এর প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রধান করে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিস স্থাপন করা হবে। পিজিসিবি কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) নিয়োগ করবে, যিনি অন্যের সাথে ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা তৈরি করবে, র‍্যাপ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন এবং সমন্বয় করবে। পিএমও এবং সিএসি এর বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজন অনুসারে আইএ/এনজিও কে পরামর্শ প্রদান করবে, বিশেষ করে যখন র‍্যাপ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যায়ে।

পিএমও/সিএসসি বিশেষজ্ঞ ভূমি অধিগ্রহণ ও অননুমোদিত পুনর্বাসন কার্যক্রমগুলির অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। এই রিপোর্টগুলি বিশ্বব্যাংকের কাছে জমা দেওয়া হবে। পিএমও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং র‍্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন করবে। সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পদে পিএমও এর একজন প্রতিনিধি স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগের প্রতিকার কমিটির আহবায়ক হিসেবে কাজ করবেন। চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারন, যাচাই করন এবং নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী ক্ষতিপূরনের ধাপ নির্ধারন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য পিজিসিবি সম্পত্তি মূল্যায়ন কমিটি (পিএসিভিসি) নিযুক্ত করবে। র‍্যাপ বাস্তবায়নে আনুমানিক ৩ বছরের অধিক সময় লাগবে।

১৩. বাজেট

এই পর্যায়ে র‍্যাপ বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত খরচগুলির জন্য একটি বাজেট করা হয়েছে। র‍্যাপ বাস্তবায়রেন মোট বাজেট ধরা হয়েছে আনুমানিক টাকা ৩.৩৯৯.০২২.০৩৮ (তিন বিলিয়ন তিন শতক নরানব্বই মিলিয়ন বাইশ হাজার আটত্রিশ টাকা মাত্র) যা ডলার $ = ৪২.৪৮৭.৭৭৫ সমতূল্য (১ ডলার = ৮০ টাকা)। মোট বাজেটের ৭৫% শুধুমাত্র জমির ক্ষতিরপূরন বাবদ ব্যয় হবে।

সংক্ষিপ্তে সম্পদ ও পুনর্বাসন সহায়তার জন্য ক্ষতিপূরণ, বাস্তবায়নকারী এনজিওর অপারেশন খরচ এবং র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য স্বাধীন পর্যবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদি নিচের টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে

ক্রমিক নং	বিবরণ	আনুমানিক বাজেট	শতকরা
ক.	সাবস্টেশন জমির ক্ষতিপূরণ	২,৫৬০,১২৮,২০০	৭৫.৩২
খ.	গাছের ক্ষতিপূরণ	১০২,৯১৯,১৫০	৩.০৩
গ.	ফসলের ক্ষতিপূরণ	১২৬,৬২০,০০০	৩.৭৩

ঘ.	সঞ্চালন লাইনের নিচে সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ	১১,৯০০,০০০	০.৩৫
ঙ.	পূর্নবাসন সুবিধাদি	৩০৬,০৮৮,৭৬০	৯.০১
চ.	র‍্যাপ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ	৬৯,০০০,০০০	২.০৩
ছ.	জমি অধিগ্রহনে প্রশাসনিক খরচ মোট বাজাটের ২%	৬৩,৫৩৩,১২২	১.৮৭
জ	অপ্রত্যাশিত ব্যায় মোট বাজাটের ৫%	১৫৮,৮৩২,৮০৬	৪.৬৭
	মোট বাজেট	৩,৩৯৯,০২২,০৩৮	১০০